

গনতন্ত্র , মৌলবাদ এবং জাতীয় সরকার

নন্দিনী হোসেন

২ ফেব্রুয়ারী ২০০৫

নব্বইয়ের গন আন্দোলনের পর অনেকেই আশাবাদী হয়েছিলেন দেশে গনতন্ত্রের যাত্রা এবার বুঝি কন্টকমুক্ত হবে। নুর হোসেন, ডাঃ মিলনের রক্ত নিশ্চয়ই আমাদের নেতা নেত্রী রা বৃথা যেতে দেবেন না। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখলাম? নির্বাচন হলো, বিনপি জামাতের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতাসীন হলো। দেশে চালু হলো সংসদীয় গনতন্ত্র। কিন্তু, জনগনের আশাহত হতে খুব বেশী সময় লাগেনি। সংসদীয় গন তন্ত্র থাকলো শুধু কাগজে কলমে। আসলে চালু করা হলো এক ব্যক্তির শাসন। যা আজ এক ই ধারায় চলছে।

দেশের প্রধান দু'টি দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং আওয়ামী লীগ। অন্যান্য যে দল গুলো আছে তাদের কথা এখানে আনছি না আপাতত। নব্বইয়ের পর অনেকেই আরেকটা ব্যাপারে বেশ আশাবাদী হয়েছিলেন, যে দেশে যদি সুষ্ঠু গ নতান্ত্রিক ধারা বজায় থাকে, তাহলে হয়তো আমেরিকা, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশের মতো দ্বি-দলীয় রাজনীতির একটি সুস্থ ধারা গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যার যার কর্মসূচীর ভিত্তিতে রাজনীতি করবে। দেশের জন গন যখন যাদেরকে উপযুক্ত মনে করবে তাকেই ভোট দিয়ে ক্ষমতায় বসাবে। জ্বালাও পোড়াও আর ধ্বংসাত্মক রাজনীতির গন্ডি থেকে বেড়িয়ে আসবে দেশের রাজনীতি। আমাদের রাজনৈতিক দল গুলো মানুষের কল্যানের জন্য রাজনীতি করবে। দেশ কে নিয়ে যাবে সমৃদ্ধির পথে। কিন্তু, বাস্তবে কি হলো, আর কি হচ্ছে তার হিসাব নিকাশ আজ আর কারো অজানা নয়।

আমাদের বড় দু'টি দলের মধ্যে যে সম্পর্ক, তা এক কথায় অসুস্থ, ঘৃণ্য! এই দল দুটির মধ্যে ঘাপ টি মেরে আছে বিকৃত মস্তিস্কের কিছু মানুষ। যারা এই দল দুটি কে নিয়ে গেছে এমন এক রেযারেষির পর্যায়ে, যা অতি নিম্নমানের গ্রাম্য লাঠিয়ালদের কোন্দল সদৃশ্য বললেও; আসলে কিছুই বলা হয় না। এতটা নিম্ন মানসিকতা নিয়ে এরা চৌদ্দকোটি মানুষের বিশাল সম্ভাবনাময় একটা দেশের কর্ণ ধার সেজে বসে আছে। এই শ্রেণীর রাজনৈতিক মান, আর মন মানসিকতা নিয়ে এরা এই দেশ কে কোথায় নিয়ে যাবে, তা কি এখন ও আমাদের বোধগম্য হওয়া উচিত নয়? এই রাজনীতির কাছে আমরা কি আশা করতে পারি? যে দেশে প্রধান দুই বিরোধী দলের, প্রধান দুই নেতার সম্পর্ক হচ্ছে ঘৃণার, অনাস্থার, মুখ না দেখাদেখির, কথা না বলার, সতীন সদৃশ্য (দুঃখিত এই ঘৃণ্য, মেয়েদের জন্য অপমান জনক শব্দটি ব্যবহার করার জন্য।) আচার-আচরণ। এরা কি একটি জাতির বা দেশের নেতা হওয়ার যোগ্যতা রাখেন? তবে, এখানে আরেকটি সত্যি কথার উল্লেখ করা বোধ হয় প্রয়োজন আছে। আর তা হলো, এদের এই অদ্ভুত মন মানসিকতার পিছনে দায়ী তাদের কিছু সংখ্যক চতুর হীন মানসিকতার অধিকারী সাংগ-পাংগরা। যারা এই দুই নেতার সম্পর্ক কে অসুস্থ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে, নিজেরা নানা ফায়দা লুটছে। আজকের পৃথিবীতে, প্রবল বৈরী দুই প্রতিপক্ষ ও প্রয়োজনে কথা বলেন। দরকার হলে এক টেবিলে বসেন। সমস্যা সে যত কঠিন ই হোক, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার সূর্যহার পথ বের করে নেন। কিন্তু, আমাদের রাজনীতিবিদ, বা নেতাদের কথা বার্তা শুনলে মনে হবে, তারা এক পায়ে আস্তিন গুটিয়ে খাঁড়া হয়ে ই আছেন, কে কার উপর ঝাঁপিয়ে পরবেন এই মনোভাব নিয়ে। আর তাদের সাংগ পাংগ রা ও সদা প্রস্তুত হাত তালি দিয়ে তামাশা দেখার জন্য।

এই কিছু দিন আগে ও দেশের জন গনের মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল। যখন বিকল্প ধারা নিয়ে হঠাৎ করে বিনপি থেকে বহিষ্কৃত বনাম পদত্যাগকারী ডাঃ বদরোদ্দোজা চৌধুরী মঞ্চের আবির্ভূত হোন। মনে করা গিয়েছিল হয়তো বা তিনি এই দুই দলের বাইরে গিয়ে একটা নতুন কিছু,দেশের জন্য কল্যাণ কর কিছু দেশবাসীকে উপহার দিতে সক্ষম হবেন। ডাঃ কামাল হোসেন কে নিয়েও এই রকম ই একটা আশাবাদ থেকে থেকে উর্কি দিয়েছে। মনে হচ্ছিল,এবার বুঝি কিছু একটা হবে। অন্তত তৃতীয় ধারার নামে জন গনের মধ্যে কিছুটা আশাবাদী কৌতুহল তৈরী হয়েছিল। কিন্তু তা কতখানি পূরণ হয়েছে বা হবে সেই আশা দিন দিন ই যেন তলানীতে এসে ঠেকেছে। বাম দল গুলোর প্রতি অতি আশাবাদ ব্যক্ত করে ও দেশের জন্য তারা কিছু করতে পারবে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। যদি ও বর্তমানে আওয়ামী লীগের সাথে বাম দল গুলো মিলে চৌদ্দ দলীয় জোট গঠিত হয়েছে,তারপর ও এখন ই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না এই জোটের ভবিষ্যত কেমন হবে। এরশাদের জাতীয় পার্টির কাছে দেশবাসীর কিছু আশা না করাই বোধ হয় ভালো। বাকী থাকলো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সহ আর ও কিছু ইসলামী মৌলবাদী দল। যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতির নামে ব্যবসায় মেতেছে। এদের কাছে সত্যিকার ধর্ম প্রাণ মানুষেরা যদি কিছু আশা করে থাকেন,তাহলে মারাত্মক ভুল করবেন।

জামাত সহ দেশের অন্যান্য ইসলামী মৌলবাদী দল গুলো কি গনতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দল? এরা কি আদৌ গন তন্ত্রে বিশ্বাস করে? জামাতের আদর্শটি কি তা কি গোপন কিছু? যারা বাংলাদেশ নামক দেশটির অস্তিত্ব ই স্বীকার করে নি, যাদের আদর্শ রাজনীতির নামে মওদুদীবাদ প্রচার করা,যারা সরাসরি দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির স্থানীয় সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে ;তারা কোন অধিকারে আজ এই দেশে ক্ষমতার রাজনীতি তে অংশ গ্রহন করে? বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ভূ-খন্ডের হকদার আজ তারা কি করে বনে যায়?তারা কি প্রকাশ্যে কখন ও ক্ষমা চেয়েছে? একান্তরে তাদের ভূমিকার জন্য এ দেশ এবং জাতির কাছে তাদের ভুল স্বীকার করেছে? কখন ও হাত জোড় করে বলেছে যে,'একান্তরে আমরা ছিলাম ভুল পথের পথিক।আমরা আজ এ জাতির কাছে ক্ষমা শিক্ষা চাইছি'। তারপর ও কথা থাকে। এদের ক্ষমা করার অধিকারী কোন নেতা নয়। এই যোদ্ধাপরাধীদের একমাত্র তারাই ক্ষমা করার অধিকার রাখে,যারা এই দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন,অথবা আহত হয়ে আজ ও বেঁচে আছেন ধুঁকে ধুঁকে। একমাত্র তারাই ক্ষমা করার মালিক,অন্য কেউ নয় ! তারা ক্ষমা করে দিলেই এরা তাদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা পেতে পারে,অন্যথায় নয়। আজ,এই দেশে যখন জামাতের মন্ত্রীরা গাড়ি তে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে ঘুরে,তখন লজ্জায় আত্ম ধিক্কারে কি বিনপির মুক্তিযোদ্ধা নেতারা একবার ও নিজেদের বিবেকের সম্মোখিন হোন না? অবশ্য তা তারা হোন বলে মনে হয় না। কারণ ক্ষমতার রাজনীতির যে মাদকতা ,তার শক্তি এই সব নীতিকথার চেয়ে ঢেরগুন বেশী। ক্ষমতার জন্য তারা পারে না এমন কিছু নেই। তবে কথা হলো গন তন্ত্রের নামে জামাত সহ অন্য সব ইসলামী মৌলবাদী দল গুলোকে কি এ দেশের মাটিতে রাজনীতি করতে দেওয়া উচিত?জামাতের গঠন-তন্ত্রের কোথা ও কি আছে গন তন্ত্রের কথা? মজলীসে শুরা,আল্লামার আইন ইত্যাদির সাথে গন তন্ত্রের সম্পর্কটা কোথায় ,তা কি দয়া করে দেশের জন গন কে জানানো হবে?

এতো রকম গাঁজাখুড়ি দিয়ে কি একটা জাতি বেশীদূর এগুতে পারে? জাতি হিসেবে আমাদের চাওয়া পাওয়া নিয়ে যদি নিজেদের ই স্বচ্ছ কোন ধারণা না থাকে,তাহলে সেই জাতি তো দু দিন পর পর মুখ খুবড়ে পরবেই। এখন সময় এসেছে এ সব বিষয় ভেবে দেখার। গন তন্ত্র অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সেটা কাদের গন তন্ত্র? সেটা কি সাধারণ মানুষের জন্য হবে নাকি যোদ্ধাপোরাধীদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য? পৃথিবীতে শুধু মাত্র সাদা অথবা কালো বলতে কিছু নেই। তার মধ্যে আরো অনেক কিছু

আছে। গন তন্ত্রের নামে যদি আজ দেশে ইসলামী জংগীরা যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার পায়। সাইদীর,নিজামীদের মতো মানুষ সংসদে গিয়ে বসে,দুই বড় দলের কামড়া-কামড়ির সুযোগ নিয়ে নীরবে দেশে ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর স্বপ্ন দেখে; তাহলে এই গন তন্ত্র সত্যিকার অর্থে দেশের জন গনের জন্য কল্যাণ কর নয় মোটেই। এখন এদের থেকে রেহাই পেতে হলে আমাদের নেতা নেত্রীদের আশু কিছু দৃষ্টি এবং সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা করা উচিত বলে মনে করি, তার কয়েকটি উল্লেখ এখানে আশা করি অপ্রাসংগিক হবে না।

- ১। আশু পদক্ষেপ হচ্ছে দেশের জামাতে ইসলামী সহ ইসলামী মৌলবাদী দের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা অন্তত আগামী দশ বছরের জন্য এদের ক্ষমতার রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে হবে।
- ২। আগামী দশ বছরের জন্য দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। এতে গন তন্ত্রে বিশ্বাসী সব গুলো দল,শ্রেনী পেশার মানুষ নিয়ে ব্যাপক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে,সবার অংশ গ্রহন,প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- ৩। দেশের সব গুলো মসজিদ মক্তব মাদ্রাসা সরকারে কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে হবে। রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। ধর্মীয় কাজ কর্ম ছাড়া ওসব জায়গায় যে কোন ধরনের রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।
- ৪। জাতীয় সরকার এসে এ যাবত যতগুলো বোমা/গ্রেনেড হামলা ঘটেছে তার সব গুলোর তদন্ত শুরু করবে। এবং অবশ্যই তার সব কিছু খোলামেলা ভাবে জাতিকে জানতে দিতে হবে। কোন ধরনের গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়া যাবে না।

আজ এই কঠিন দুঃসময়ে যেহেতু আর কোন বিকল্প নেই,তখন জাতীয় সরকার ই হতে পারে আপাতত কিছু দিনের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা। কারণ আওয়ামী/বিনপি/গনতন্ত্রের নমুনা গত দেড় দশক ধরে দেখা হয়েছে। আজ বিনপির শাসন আমলে বোমা গ্রেনেড হামলার এত বাড়ি বাড়ন্ত কি হতে পারত যদি আওয়ামী লীগ শাসন আমলের বোমা হামলা গুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তদের খোঁজে বের করে শাস্তি দেওয়া হতো? এখন বিনপি তথা জোট সরকার কে সরিয়ে আজ যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায়;তাহলে তারা কি সত্যি আস্তরিক ভাবে চাইবে সব গুলো হামলার অভিযুক্তরা ধরা পরুক?বা চাইলেও তারা কি সুষ্ঠু তদন্ত করে এই সিরিজ হামলা,যা তাদের সময় শুরু হয়েছিল;এবং অপ্রতিহত গতিতে এখন ও অব্যাহত আছে, তাদের ধরে বিচারের কাঠগড়ায় ধার করাবে? দেশের জনগন কে কি, এ ব্যাপারে নিশ্চিত আশ্বাস তারা দিতে প্রস্তুত আছে? তারা কি পারবে অথবা চাইবে দেশের মক্তব/মাদ্রাসা গুলো,যা সন্ত্রাসের ব্রিডিং গ্রাউন্ড হিসেবে দিন দিন দেশে বিদেশে পরিচিতি পাচ্ছে,তা সব রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে নিতে?

আওয়ামী লীগের একটা পরিচিতি বা গ্রহণযোগ্যতা দেশের সেকুলার মানুষ/বুদ্ধিজীবীদের কাছে আছে সত্যি,কিন্তু আমার মতো দেশের সাধারণ নাগরিকরা মনে করেন, আওয়ামী লীগ তার এই সব সাপোর্টারদের প্রতি কখন ও সুবিচার করে নি। ক্ষমতায় গিয়ে তারা যে সব কান্ড খারকানা করেছে,তা উৎসাহ ব্যঞ্জক নয় মোটেই। তাই, এখন ই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের আগামী বছর গুলো কেমন হবে। আমরা কি মাথা উচু করে দাড়াবো,জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবো সারা দেশ ময়;নাকি অতিকায় ডায়নোসরের পরিনতি বরণ করে নেবো। নিজেরা নিজেরা মারামারি হানাহানি করে জাতি হিসেবে এক দিন নিঃশেষ হয়ে যাবো? একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে,পৃথিবীতে সব

সময়ই বিভিন্ন নামে যে লড়াই গুলো হচ্ছে,তা আসলে টিকে থাকার লড়াই । এখানে যারা টিকে থাকতে পারবে,তারাই এগিয়ে যাবে সামনের দিকে,বাকী দের পাত্তারী গুটাতে হবে। তবে সে লড়াই মারামারি,কাটাকাটি করার নয়,সে লড়াই হচ্ছে আলোর মিছিলে সামিল হ ওয়ার লড়াই।

পরিশেষে যে কথা টি বলতে চাচ্ছি,তা হলো, আমাদের সামনে এখন যারা আছেন,তাদের মধ্যে পাথরকা হলো শুধু ফুটন্ত কড়াই আর গনগনে আগুনের । আমরা এদের থেকে বেছে নিতে গিয়ে বার বার ই শুধু প্রতারিত হচ্ছি। এর অবসান হোক চিরতরে।